পত্র-পত্রিকায় দক্ষিণ চবিবশ পরগনা

প্রবীর চক্রবর্তী (সাংবাদিক)

প্রসঙ্গ ঃ বাংলা সংবাদ ও সাময়িক পত্র-পত্রিকায় দক্ষিণ চবিবশ পরগনার ভূমিকা

বাংলা সংবাদপত্রের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় ১৮১৮ সাল থেকে। বলা যেতে পারে, ১৮১৮ সালেই বাংলা সংবাদপত্রের জন্ম। ভারতবর্ষে-তথা কলকাতায় ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারীর একজন ওলন্দাজ ব্যবসায়ী জেমস্ অগস্টাস হিকি 'বেঙ্গল গেজেট বা দ্য ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভারটাইজার' সাপ্তাহিক সংবাদটি প্রকাশ করেছিলেন। গর্বের ব্যাপার, ভাতরবর্ষে আধুনিক সাংবাদিকতার জাগরণ - ঘটেছিল অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে এই কলকাতাতেই। অবিভক্ত বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৮১৮ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত ২২৭টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময় অধিকাংশ পত্রিকা তুলে ধরে দেশের কথা, সমাজ সংস্কারের কথা, প্রগতির কথা। এছাড়া বদ্ধ সংস্কার, কু-সংস্কার অত্যাচার, অশিক্ষা থেকে মুক্তির জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল গণমাধ্যমগুলি। ১৮১৮ তে শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারিদের সহায়তায়' সমাচার দর্পণ' নামে সাপ্তাহিকটি ও 'দিগ্ দর্শন' পত্রিকার প্রকাশন একই সময়ে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় বের হয় 'বঙ্গাল গেজেটি'। রাজা রামমোহন রায় তাঁর বন্ধু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কে নিয়ে প্রকাশ করেন 'সম্বাদ কৌমুদী' ১৮২১ সালে ও ফরাসী ভাষায় 'মিরাত - উল্ - আখ্বার' ১৮২২ সালে। ১৮৩১ সালে ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকর' সাপ্তাহিক পত্রিকাটিই প্রথম বাংলা পেশাদারি সাংবাদিকতার জন্ম দেয়। পেশাদারি অর্থে প্রতিষ্ঠানিক কোন মুখপাত্র নয়। 'সংবাদ প্রভাকর' অখন্ড চবিবশ পরগনারই গর্ব এবং বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক ১৮৩৯ সাল থেকে। দিগ দর্শন (১৮১৮) বাংলা ভাষার প্রথম পত্রিকা হলেও বাংলা ভাষার প্রথম পেশাদারী দৈনিকটি - হল অধুনা উত্তর চবিবশ পরগনার 'সংবাদ প্রভাকর'। যা কিনা শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশন কি ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত বিখ্যাত সাময়িক পত্র 'তত্ত্ববোধিনী'র মত তত্ত্ববোধিনীসভার মুখপত্র ছিল না। এবং আরও গর্বের ব্যাপার অধুনা দক্ষিণ চবিবশপরগনার অন্তর্গত -- সোনারপুর-রাজপুর অঞ্চলের পন্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত পেশাদারি সংবাদপত্র 'সোমপ্রকাশ'। তৎকালীন বাংলাদেশে পেশাদারির তালিকায় 'অমৃতবাজার' ও 'সুলভ সমাচার' - এরও নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। অবশ্য দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত সোমপ্রকাশ (১৮৫৮,১৫ নভেম্বর) এক অগ্রণী বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র। ১৮৬৭ সালে বাংলা সংবাদপত্রের যে প্রচার সংখ্যার হিসেব মেলে, তাতে দেখা যায় সোমপ্রকাশের প্রচার সংখ্যা ছিল ৭০০। দেশীয় কু সংস্কার, কূপমন্ডুকতা ও বিদেশীয় অপশাসনের বিদ্ধে সোচচার ও জাতীয় চেতনা প্রসারের মুখ্য-ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এই সোমপ্রকাশ। পত্রিকাটি রাজরোষেও পড়েছিল। অবশ্য সংবাদপত্রের জন্মকাল থেকে যদি দৃষ্টান্ত টানা যায়, তাহলে দেখা যাবে, বেঙ্গল গেজেটের জন্মকাল থেকেই দুর্নীতি অনাচারের বিদ্ধে লিখতে গিয়ে অনেক দুঃখ দুর্দশায় সাংবাদিক তথা সম্পাদক, প্রকাশককে পড়তে হয়েছে, সরকারের রোষেও পড়তে হয়েছে। যাক্, আসল প্রসঙ্গে এবার আসা যাক্। যে সময় সোমপ্রকাশের প্রচার সংখ্যা ছিল ৭০০ তখন বাংলা সংবাদপত্রের মোট বিত্রয় সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। কেননা ১৮৫০ সালে বাংলা সংবাদপত্রের মোট বিত্রয় ছিল ২৯৫০ কপি মাত্র। কিন্তু বাংলা সংবাদপত্র সমাজে সেই সময় প্রায় বিশিষ্ট বাঙালি মনীষিরা সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেমন ধন, রামমোহন রায় (১৭৭২ - ১৮৩৩) ব্রাহ্মন সেবধি, সম্বাদ কৌমুদি, মিরাত-টেল্-আখবার, বঙ্গদূত; এছাড়াও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৭) সমাচার চন্ডিকা; দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) বঙ্গদূত; প্রসন্ন কুমার ঠাকুর (১৮০১-১৮৬৮) বঙ্গদূত; ঈশ্বর চন্দ্রগুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ রত্নাবলী, পাষন্ড পীড়ন, সংবাদ সাধুরঞ্জন, রেভা; কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৫৫) বেঙ্গল স্পেকটেটর; প্যারিচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) জ্ঞানান্বেষণ, বেঙ্গল স্পেকটেটর; দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-১৮৮৬) সোমপ্রকাশ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) তত্ত্ববোধিনী, সর্বশুভঙ্করী, সোমপ্রকাশ; প্যারীচরণ সরকার (১৮২০-১৮৭৫) এডুকেশন গেজেট; অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) বিদ্যাদর্শন, তত্ত্ববোধিনী; ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৮) এডুকেশন গেজেট, সাপ্তাহিক বার্তাবহ; সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯) বঙ্গদর্শন; বিহারী লাল চক্রবতী' (১৮৩৫-১৮৯৪) অবোধবন্ধু; কেশব চন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) সুলভ সমাচার; কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা, পরিদর্শক; দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) ভারতী, তত্ত্ববোধিনী; শিশির কুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১) অমৃতবাজার পত্রিকা; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) তত্ত্ববোধিনী; পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) সোমপ্রকাশ, তত্ত্ব কৌমুদী, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদা সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'-র লেখক ছিলেন। তাহলে কত মহাপুষ ই না এই সংবাদ পত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গভাষী হয়ে কত গর্বেরই না অধিকারী অথবা। আসলে বাংলা সংবাদও সাময়িক পত্রে দক্ষিণ চবিবশ পরগনার স্থান বা

ভূমিকা বা শুধু চবিবশ পরগণার স্থান খুব একটা ছেলেবেলার নয়। আর, নিবন্ধের বিষয় বস্তুর আলোচনা করতে গেলে গৌর চন্দ্রিকা হিসেবে যতটুকু উপস্থাপিত করলাম, যেটুকু না করলে অপূর্ণ থেকে যায় বলেই আমার মনে হয়।

আলোচ্য নিবন্ধে সুন্দরবন সহ চবিবশ পরগনার সাময়িক পত্র-পত্রিকার ওপর আমার দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বাইশ বছরের পরিশ্রমের ফসলটুকু তুলেধরার জন্য অনুরোধ করেছেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এই স্বল্প পরিসরে বর্তমানে আমি শুধু দক্ষিণ চবিবশ পরগণার পত্র-পত্রিক ারই সুদীর্ঘ তালিকাটি আপনাদের সামনে রাখবো। তবে, আগেই বলে রাখি, এই প্রকাশিত তালিকা অবশ্যই সম্পূর্ণ নয়। কেননা, একক প্রচেষ্টায় এ কাজ করা সম্ভবও নয়। তবুও একই সঙ্গে দক্ষিণ চবিবশ পরগনার গাজন, এখানকার প্রত্নতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী, প্রাচীন পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করে চলেছিএকটি উদ্দেশ্যে -- কবিগু ভাষায় ঃ ''ইতিহাস দেশের গৌরব ঘোষণার জন্য নহে -- সত্য প্রকাশের জন্য''

এখন আসা যাক, সুন্দরবন সহ দক্ষিণ চবিবশ পরগনার পত্র-পত্রিকা বিষয়ে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এই জেলার প্রথম পত্রিকা কোনটি? জেলার সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু গ্রাম রত্নগর্ভা সহোদরা জয়নগর- মজিলপুর- থেকেই ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত হয় 'বিদ্যাবিলাসিনী।' পত্রিকা টির সম্পাদনা ও প্রকাশনায় ছিলেন শিবকৃষ্ণ দত্ত (সরস্বতী)। সহকারী সম্পাদক ছিলেন উমেশ চন্দ্র দত্ত। এরপর ১৮৪৯ সালে মহিল াদের জন্য প্রকাশিত হয় 'বঙ্গ হিতার্থিনী' - ওই একই সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের দ্বারা। এরপর ১৮৫৬ (এপ্রিল), বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সাম্বাৎসরিক পত্রিকা প্রকাশিথ হয় এবং ওই একই বছরে ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয় মজিলপুর থেকে 'মজিলপুর পত্রিকা'। এই পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন - মহেন্দ্রনারায়ণ দত্ত ও কালিকঙ্কির দত্ত। এরপরই ১৯৫৮ , ১৫ নভেম্বর, পন্ডিত দ্বারকান াথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ'। ১৮৬০ সালে 'রাজপুর পত্রিকা' প্রকাশ পায় সম্পাদকের নাম জানা যায় নি। এরপর ১৮৬৩ সালে উমেশ চন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় সেই মজিলপুর থেকেই প্রকাশিত হল 'বামাবোধিনী পত্রিকা'। এটি ছিল নারীমুক্তি ও নারী শিক্ষার একটি মাসিক পত্র। দীর্ঘ ৪৪ বছর ধারাবাহিক ভাবে পত্রিকাটি টিকে ছিল। মহিলা কবি কামিনী রায়, মানকুমারী বোস এই পত্রিকাতেই হাত পাকিয়েছিলেন। ১৮৬৪ সালে বেহালা থেকে 'ধর্মপ্রচারিনী' পত্রিকা প্রকাশ পায়। সম্পাদক ছিলেন আশীষ মুখোপাধ্যায়। ১৯৭০ সালে বাইপুর থেকে ভূবন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেন 'বিদূষক'। ১৮৭১ সালে ওই বাইপুর থেকেই প্রকাশ পায় প্রিয়নাথ গুপ্তর 'আর্যোদয়'। ১৮৭৩ সালে, বাইপুর থেকে 'বাইপুর চিকিৎসাতত্ত্ব' ডাঃ পূর্ণচন্দ্র দাসের সম্পাদনায় প্রকাশ পায়। দক্ষিণ চবিবশ পরগন ায় চিকিৎসা সংক্রান্ত এটাই প্রথম পত্রিকা বলে জানা গিয়েছে। এই একই বছরে ভূবন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাইপুর থেকে প্রকাশ করেন 'পূর্ণশশী'। আবার ওই একই বছরে এখান থেকেই প্রকাশিত হয় 'ভারতীয় সংস্কার'। সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত। ১৮৭৪ সালে বোড়াল থেকে নারায়ণ দাসের সম্পাদনায় প্রকাশ পায় 'হিন্দু দর্পণ'। হরিনাভি থেকে শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ওই একই সালে প্রকাশিত হয় 'সমদর্শী'। ১৮৭৫ সালে ওই হরিনাভি থেকেই শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সমালোচক'। ১৮৭৮ সালে গোপাল লাল বসুর সম্পাদনায় ওই হরিনাভি থেকেই প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষীয় আর্যপত্রিকা'। ১৮৮২ সালে দ্বারকন াথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত চিংড়িপোতা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'কলাদ্রুম'। ১৮৮৭ মজিলপুরে গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী সম্পাদিত পত্রিক া 'জাহবী'। ১৮৯৫ সালে হরিনাভি থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত শিশু সাহিত্য পত্র 'মুকুল' প্রকাশিত হয়। এই 'মুকুল' পত্রিকাটিই সম্ভবতঃ দক্ষিণ চবিবশ পরগনার প্রথম শিশু সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা বলেই মনে হয়। যদিও ১৮৮২ ও ১৮৮৩ সালে বেহালা ও গ ার্ডেনরীচ তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৮২ সালে দুটি পত্রিকা 'অতিথি' ও 'সুরভি' যথাক্রমে রায় অ্যান্ড ফ্রেন্ডস্ ও রাজনারায়ণ বসু ও গোপীন্দ্রনাথ বসুর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৩ সালে গার্ডেনরীচ থেকে প্রকাশিত হয় দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর সম্প াদনায় 'নব্যভারত'। এরপর ১৮৯৮ সালে ডায়মন্ডহারবার থেকে মহেন্দ্র তর্কনিধির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ' সেবিকা'। ১৮৯৯ স ালে ওই একই জায়গা থেকে প্রকাশিত হয় 'বার্তাবহ'। সম্পাদক ছিলেন হরিপদ ঘোষ। এই একই বছরে জয়নগর মজিলপুর থেকে রেভারেন্ড জে.সি.দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'প্রচার'। সংরক্ষণ এবং আগ্রহের অভাবে প্রাচীন পত্র-পত্রিকা প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। দীর্ঘ প্রায় দু দশক ধরে সাংবাদিকতার সুযোগে, জেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রতিনিয়তই ঘোরাঘুরি করেও অনুসন্ধান চালিয়েও খুব একটা এগোতে পারেনি, এ কথা আমি স্বীকার করি। তবে, চেষ্টা কিন্তু আমি ছাড়িনি। কেননা, আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি এ খাটুনি বৃথা যাবে না। আগামী প্রজন্মের কাছে, গবেষনার কাজে হয়তো কিছু সাহায্য হবেই হবে। নিজেদের সামান্য ক্ষমতায় অ াবার এই দীর্ঘ তালিকার বেশ কিছু মূল্যবান পত্র পত্রিকা আমাদের দপ্তরে দেখতেও পাবেন। এর আগে পত্র-পত্রিকায় এই বিষয়ের ওপর আবার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আসলে আমার উদ্দেশ্য সাময়িক পত্র-পত্রিকার যতদূর সম্ভব তালিকা ও নমুনা সংগ্রহ করে পরবর্তী পর্যায়ে এই জেলার ওপর বিভিন্ন প্রবন্ধকারের লেখা বই ও পত্র পত্রিকার প্রকাশিত মূল্যবান আর্টিকেল গুলোর ডাই রেক্টরি তৈরি করা। এর কাজও আবার চলছে একই গতিতে। আগ্রহী গবেষকরা যাতে এক নজরে বিভিন্ন প্রবন্ধকারের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখাগুলি পড়তে পারেন বা যোগাড় করতে পারেন। উদ্দেশ্য সেটাই। এছাড়াও নদীমাতৃক এই বিশাল জেলার গাজন দল (লোক

সংস্কৃতি) ও পুতুলনাচের দল ও গ্রুপ থিয়েটারের দলগুলিরও ডাইরেক্টরি ও তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়ে গ্রন্থ প্রকাশেরও চেষ্টা করছি। আর জেলার মনীষীদের ওপরও দীর্ঘদিনের কাজ চলছে। তবে এত কাজের মধ্যে আমি মনে করি, সাময়িক পত্র-পত্রিকার কাজটি ঠিক মত হলে, গ্রামগঞ্জের আনাচে কানাচের অনেক খবরা-খবর মিলবে। যা বাসী হলেও তার থেকেই আমরা পেতে পারি আসল ইতিহাস। কেননা, সত্য প্রকাশের জন্য এই সব ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার অবদান আজও যথেষ্ট। সাহিত্য সম্রাট তাই দুঃখ করেছিলেন, 'আমরা ইতিহাস বিমুখ আত্ম বিস্মৃত জাতি'।

এবার আমার সামান্য সংগ্রহের তালিকা আপনাদের কাছে ভুলে ধরার চেষ্টা করছি। এ তালিকা আবার বলছি অসম্পূর্ণ। সম্পুর্ণ করার কাজে আমি জেলার প্রতিটি সংস্কৃতি পরায়ণ মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। এ কাজ আমার জন্যে নয় - জেলার সার্বিক সত্য ইতিহাস রচনার জন্য সামান্য সহযোগিতা পত্র। ইতিমধ্যে 'পরিচয় ও তথ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা' নামের একখানি জেলা তথ্যপঞ্জী দক্ষিণ চবিবশ পরগনা জেলা শাসকের দফতর থেকে তৎকালীন জেলা তথ্যও সংস্কৃতিক অধিকারিক নিশীথ চক্রবর্তীর প্রচেষ্টায়ও সম্পাদনায় একখানি সুন্দর পুস্তিকা প্রকাশ হয়েছে। এ ব্যাপারে বহু তথ্য শ্রী চক্রবর্তী আমার কাছে চেয়েছিলেন। লিখিতভাবে বহু তথ্য দিয়েছি এবং উনি ওই বইয়ে একমাত্র সাংবাদিক হিসেবে কৃতজ্ঞতা কলমে স্বীকারও করেছেন। তখন আমি বঙ্গলোক 'দৈনিক সংবাদপত্রের জেলার দায়িত্বে কয়েকটি পাতার বিভাগীয় সম্পাদক হয়ে ছিলাম। এছাড়া লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্রের কর্ণধার সন্দীপ দত্ত, তিনি আবার এই বিষয়ের ওপর অনেক বছর আগে লেখা থেকে সাহায্য নিয়েছিলেন বলে ঋণস্বীকার করেছেন। আর আরও এক দক্ষিণ চবিবশ পরগণা জেলা প্রেমী সুকুমার সিং তাঁর হালের কয়েকটি মূল্যবান বইয়ে আমার বহুদিনের (যা আমি ভুলেই গিয়েছি) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলো থেকে সাহায্য নিয়ে প্রায় প্রতি পাতাতেই ঋণ স্বীকার করেছেন। হয়তো আরও অনেকে করেছেন আমার নজরে আসেনি। কিন্তু এই ঋণ স্বীকারের মানসিকতা কিন্তু সকলের নেই এই জন্যেই বলা।

যাক, ১৮০০ সালের সাময়িক পত্র-পত্রিকার মোটামুটি একটা তালিকা তুলে ধরার পর এবার শু করবো ১৯০০ সালের পত্র-পত্রিকার তালিকা তুলে ধরতে। পাঠকের সুবিধার জন্য এক নজরে প্রকাশ কালের ত্রমানুসারে পর-পর পত্রিকাগুলোর (আমার সংগ্রহের) লিপিবদ্ধ করলাম -

এক নজরে ১৯০০ সাল থেকে পত্র-পত্রিকা

পত্রিকার নাম	সম্পাদকের নাম	প্কাশের স্থান	প্রকাশ কাল
নব প্রতিভা	মনোরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়	গার্ডেনরীচ	১৯০২
২৪ পরগনা বার্তাবহ	হরিপদ ঘোষ	ডায়মন্ডহারবার	১৯০৬
শীতলা পত্রিকা	শীতলা প্রসাদ ঘোষ	করঞ্জলী	১৯০৬
মাহিষ্য সুহৃদ	হরিপদ হালদার	ডায়মন্ডহারবার	১৯১২
পল্লীপ্রসুন (মাসিক)	কেশব বসু	মজিলপুর	১৯১২
ডায়মন্ডহারবার	অজ্ঞাত	ডায়মন্ডহারবার	১৯১৭
স্বাস্থ্য ও সমাচার	ডাঃ কার্তিক বসু	চিংড়িপোতা, বাটানগর	১৯১৯
ঝি	যতীন্দ্রনাথ রায়	রাজপুর	১৯২২
কালবৈশাখী	শরৎ ঝিাস	বাইপুর	১৯২৩
জাগরণ	ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সরকার	হরিনাভি	১৯২৪
বেপরোয়া	চা ভট্টাচার্য	হরিনাভি	১৯২৬
অভিযান(পাক্ষিক)	সুবোধ ব্যানার্জী	জয়নগর মজিলপুর	১৯৪৮
সমরায়	ডাঃবিমানবিহারীমুখার্জী	হরিনাভি	১৯৪৮
বন্ধু (সাপ্তাহিক)	কালিদাস দত্ত	মজিলপুর	১৯৪৮
চবিবশ পরগনা (সাপ্তাহিক)	বিজয় চ্যাটার্জী	আলিপুর	১৯৫০
অগ্নিশিখা	শেখ রত্তশন আলি	বজবজ	১৯৫১
জাগরণ	বিষ্ণু চক্রবর্তী	হরিনাভি	১৯৫৫
প্রজ্ঞা(ত্রৈমাসিক)	কালিদাস দত্ত	মজিলপুর	১৯৫৫
নোনামাটি (মাসিক)	শক্তি মিত্র	মজিলপুর	১৯৫৫
সপ্তর্ষি	ব্যোমকেশ মুখার্জী	বাটানগর	১৯৫৬

গ্রামের দাবী(মাসিক)	শৈলেন হালদার	জয়নগর-মজিলপুর	১৯৫৬
নবাঙ্কুর	শ্যামাপদ চ্যাটার্জী	মজিলপুর	১৯৫৬
সমাজ শিক্ষা	শিবশঙ্কর চক্রবর্তী	নরেন্দ্রপুর	১৯৫৭
ইত্যাদি	বিকাশ বসু	রাজপুর	১৯৫৭
সাধনা	রাজেন সরকার	জয়নগর মজিলপুর	১৯৫৭
সোমপ্রকাশ (নবপর্যায়)	ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য	বাইপুর	১৯৫৭
ফুটপাত (সাপ্তাহিক)	অজয় ভট্টাচার্য	ডায়মন্ডহারবার	১৯৫৮
বহ্নিশিখা	উত্তম দাস	বাই পুর	১৯৫৯
শহর ও গ্রামের কথা	দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	দক্ষিণ বিষ্ণুপুর	১৯৬০
সাহিত্য সংকলন	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	দক্ষিণ বিষ্ণুপুর	১৯৬০
নক্ষত্রের রাত	সামসুল হক	কাকদ্বীপ	১৯৬০
কথাকলি	মৃণাল কান্তি চ্যাটার্জী	মজিলপুর	১৯৬২
সংস্কৃতি	সঞ্জীব কুমার বসু	?	১৯৬২
সংস্কৃতি	সুধাংশু বসু	কামরাবাদ	১৯৬২
পাতাবাহার (মাসিক)দখিনা (মাসিক)	গোপাল শঙ্কর দেগননাথ মন্ডল	মজিল পুরডায়মন্ডহারবার	১৯৬২১৯৬৩
আভাতি	নিত্যগোপাল সামন্ত	বিষ্ণুপুর	১৯৬৩
অন্নদা	সামসুল হক	কাকদ্বীপ	১৯৬৩
মরাই (ত্রৈমাসিক)	সুভাষ দাস	মজিলপুর	১৯৬৪
সুরধবনি (ত্রৈমাসিক)	ক ালাচাঁদ চক্রবর্তী	মজিলপুর	১৯৬৫
প্রভাতী (ত্রৈমাসিক)	চিত্তরঞ্জন বাপুলি	মথুরাপুর	১৯৬৫
(আলিপুর বার্তা), সাপ্তহিক	বিপাক্ষ চ্যাটার্জী	আলিপুর	১৯৬৬
সপ্তক	গবিন্দ লাল ব্রহ্মচারী	মজিলপুর	১৯৬৮
সূর্যশিখা	অর্ধেন্দু মৌলে	হরিণ ডাঙ্গা	১৯৬৮
স্বতোৎসাহ	চন্দন ভট্টাচার্য	বেহালা	১৯৬৮
রূপায়ণ	রামভজন ভট্টাচার্য	মজিলপুর	১৯৬৮
কবিসেনা	চন্দন ভট্টাচার্য	বেহালা	১৯৬৮
শঙ্খারী	পরেশ সরকার	আফনা	১৯৬৯
অনির্বাণ	পঞ্চানন চ্যাটার্জী	বহড়ু	১৯৬৯
পতাকা (পাক্ষিক)	কণাময় ঘোষ	যাদবপুর (ইষ্ট)	১৯৬৯
নির্বেদ	মাণিক চক্রবর্তী	কোদালিয়া	১৯৬৯
সুন্দরবন সমাচার	রমানাথ মাইতি	গোসাবা	১৯৭০
রূপ ও অরূপ	শৈলেন্দ্র তপস্বী	জয়নগর-মজিলপুর	১৯৭০
ধারাপ্রগতি	শেখ আনামুল্লা	চিংড়ীপোতা	১৯৭০
সম্রাট	শম্ভুনাথ মুখার্জী	গড়িয়া	১৯৭৩
আগমনী	সরযূ দত্ত	হরিনাভী	১৯৭১
সিংহাসন	পুর্নেন্দু ভরতদ্বাজ	কাকদ্বীপ	১৯৭১
মুকুল	কমল পাই	দক্ষিণ বারাসাত	১৯৭১
নবাণ	চন্ডিরণ মুখার্জ্জী	জয়নগর-মজিলপুর	১৯৭১
নবরূপা (ত্রৈমাসিক)	দিলীপ ভট্টাচার্য	জয়নগর-মজিলপুর	১৯৭১
সাহিত্য মেলা	পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য	বাইপুর	১৯৭২
সিসি ফাঁস	সামজুল হক	কাকদ্বীপ	১৯৭২
ধনি তরঙ্গ	ওয়াজেদ আলি	কাকদ্বীপ	১৯৭৩
ঝর্ণা	জামসেদ আলি	ফুটিগোদ্দা জয়নগর	১৯৭৩
বৃষ্টি	জয়দেব রায়	বাওয়ালি	১৯৭৩
বলাকা (ত্রৈমাসিক)	প্রবীর চক্রবর্তী	মজিলপুর	১৯৭৩
রাণার	আফিফ্ ফুয়াদ	চম্পাহাটি	১৯৭৩
প্রবাহ	পরেশ সরকার	কল্যাণ নগর	১৯৭৩

শপথ	সত্যনারায়ণ দাস	হরিনাভি	১৯৭৪
মধুমিতা	রবিন্দ্রনাথ দাস	বজবজ	১৯৭৪
মহেশতলা সংবাদ	অজ্ঞাত	মহেশতলা	১৯৭৪
অণোদয়	জিবেশ মন্ডল	বাইপুর	১৯৭৪
হাতিয়ার	মিহির ন্যায়বান	কাশিনগর	১৯৭৪
বন্দনা	মহম্মদ ইম্মাম বক্স	বাইপুর	১৯৭৪
মহাদিগন্ত	উত্তম দাস	বাইপুর	১৯৭৪
সমিধ	প্রবোধ পুরকাইত	কাকদ্বীপ	১৯৭৪
মন-মনন	পরেশ সরকার	কল্যাণ নগর	১৯৭৫
জ্ঞান	স্বপনরঞ্জন পাল	মথুরাপুর	১৯৭৫
জল	সামজুল হক	কাকদ্বীপ	১৯৭৫
তটলিপি	সুকুমার মিস্ত্রী	মনিবতট	১৯৭৫
অত্মিয়সভা	গিরীন্দ্র দেব	ক্যানিংটাউন	১৯৭৫
প্রেরণা	চি ত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত	বাটানগর	১৯৭৫
স্রোত	তপন কান্তি মন্ডল	ডায়মনহারবার	১৯৭৫
লবণাক্ত	সুপবিত্র প্রধান	গোসাবা	১৯৭৫
বাংলার মাটি	ধূর্জটি নস্কর	দক্ষিণ বারাসাত	১৯৭৫
পূজারি	ইন্দ্রভূষণ ভট্টাচার্য	বহড়ু	১৯৭৫
এই মুহূর্তে	সুব্রত ভুঁইয়া	ডায়মন্ডহারবার	১৯৭৫
উল্কা (মাসিক)	তীর্থাঙ্কর মিত্র	জয়নগর-মজিলপুর	১৯৭৫
সভাগম	কে,এম,শহীদুল্লাহ	জয়নগর-মজিলপুর	১৯৭৬
জলাভূমি	পূর্ণচন্দ্র মুনিয়ান	পাথরপ্রতিমা	১৯৭৬
উন্মেষ (মাসিক)	গোলাম মুস্তাফা	জয়নগর-মজিলপুর	১৯৭৬
সপ্তির্ষী	হরিচরণ ভট্টাচার্য	দক্ষিণ বিষ্ণুপুর	১৯৭৬
তরঙ্গ	তিমির বরণ	ডায়মন্ডহারবার	১৯৭৬
আবহি	তপন চট্টোপাধ্যায়	বাইপুর	১৯৭৬
ছায়াবানি	হিমাদ্রি চত্রবর্তী	মজিলপুর	১৯৭৬
সাহিত্য শিক্ষা	পরিমল চত্রবর্তী	হটর	১৯৭৬
ষাটের দশক	শামসুল হক	কাকদ্বীপ	১৯৭৬
অপাংক্তেয়	মনোরঞ্জন হালদার	কাকদ্বীপ	১৯৭৬
প্রিয় শিল্প	মনোজ বন্দোপাধ্যায়	গড়িয়া	১৯৭৭
দেশ আমার মাটি আমার	তপন কান্তি মন্ডল	ডায়মন্ডহারবার	১৯৭৭
লোক স্বরাজ (পথিক)	সিতাংশু দেব চ্যাটার্জী	বাইপুর	১৯৭৭
ইজেল	উমাকান্ত ঘোড়ই	ডায়মন্ডহারবার	১৯৭৭
ইন্দিবর	গুন্তরিক চত্রবর্তী	জয়নগর-মজিলপুর	১৯৭৭
অর্কে ষ্ট্রা	সুব্রত ভুঁইয়া	ডায়মন্ডহারবার	১৯৭৭
সুন্দরবন	ডাঃ দুলাল চৌধুরি	ডায়মন্ডহারবার	১৯৭৭
গ্রামের দাবী	শক্তি মিত্র	মজিলপুর	১৯৭৭
বার্নিক (ত্রৈমাসিক)	আনন্দ হাইত	জয়নগর-মজিলপুর	১৯৭৭
ফুলঝুরি	দুলাল হালদার	বহড়ু	১৯৭৭
অন্বেষণ (ত্রৈমাসিক)	গোবিন্দ সূঁই	মজিলপুর	১৯৭৭
সপ্তক (মাসিক পত্রিকা)	গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু	মজিলপুর	১৯৭৮
সিঙ্গা	পলাশ কেতন	উক্তি	১৯৭৮
মূক নায়ক	সুনীল রতন ঝিাস	কাকদ্বীপ	১৯৭৮
প্রতিভা	সেখ জাহাঙ্গীর আহমেদ	বহড়ু	১৯৭৮
বাংলার মুখ	তপন বন্দোপাধ্যায়	ডায়মন্ডহারবার	১৯৭৮
আশির্বাদ	কিংশুক ভট্টাচার্য	ডায়মন্ডহারবার	১৯৭৮

অভিযাত্রিক	সুকুমার দাস	বাখরাহাট	১৯৭৮
লোকস্বরাজ	শীতাংশু দেব চ্যাটার্জী	বাইপুর	১৯৭৮
বনলতা সেন	গেঁয়োফুল	ডায়মন্ড্হারবার	১৯৭৮
নবঅভিযান (পাক্ষিক)	ইয়াকুব কৈলান	জয়নগর-মজিলপুর	১৯৭৮
সুন্দরবন সম্মিলনী	মেহবুল আলি নস্কর	নতুনহাট	১৯৭৮
জলজঙ্গল (পাক্ষিক)	রামগোপাল বিশ্বাস	ক্যানিং	১৯৭৮
দিক দিগন্ত (সাপ্তাহিক)	সুবলসখা চক্রবর্তী	বাইপুর	১৯৭৮
শান্তি	সুদীপ মুখার্জ্জী	জয়নগর-মজিলপুর	১৯৭৯
দ্বীপের নাম সাগর	মিহির প্রসূন চৌধুরী		
পূর্বাভাস	অশোক দেকল্যাণ ভট্টাচার্য	মজিলপুর	১৯৭৯
দক্ষিণ প্রান্তিক	প্রবীর চক্রবর্তীঅমরনাথ চক্রবর্তী	মজিলপুর	১৯৭৯
রাণার	অমল পাল	বাখরা হাট	১৯৭৯
মেঘালয়	দেবাশিস প্রামাণিক	জয়নগর-মজিলপুর	১৯৭৯
মিষ্টি	বিশ্বনাথ হালদার	দক্ষিণ বিষ্ণুপুর	১৯৭৯
কবিতা এ্যাকাডেমী	কে,এম,শহিদুল্লাহ	জয়নগর-মজিলপুর	১৯৭৯
বোধন	স্বপন মিত্র	জয়নগর-মজিলপুর	১৯৭৯
দ্বীপের নাম সাগর	মিহির প্রসূন চৌধুরি	দ্রনগর, সাগর	১৯৭৯
শরৎ	রত্না বিশ্বাস সেখ আরব আলি	বাইপুরবাঁশবেড়িয়া	১৯৭৯১৯৭৯
সোনারপুর কি বলে?	শান্তিময় ভট্টাচার্য	সুভাষ গ্রাম	১৯৮০
যুগসাথী	শেখর বসু, বিশ্বজিৎ কর	জয়নগর-মজিলপুর	১৯৮০
অন্বীক্ষা	অণ চট্টোপাধ্যায়	গড়িয়া	১৯৮০
অদ্বয়জনপ্রিয় সুন্দরবন	মৃণাল হালদারগোলাম রসুল	বাঁশদ্রোনী	১৯৮০১৯৮০
নবাণ	অণ কান্তি দাস	কাকদ্বীপ	১৯৮০
দীপ	সৈয়দ আলসার আলি	নুরপুর	১৯৮০
দুর্বাসা	রবীন্দ্র ভট্টাচার্য	মহেশতলা	১৯৮০
কবিকলা	নীরঞ্জন মন্ডল	সোনারপুর	১৯৮০
সুপ্রভাত	দীপক কুমার মন্ডল	রামচন্দ্রপুর	১৯৮০
অর্কেষ্ট্রা	দীপক হালদার	ডায়মন্ড্হারবার	১৯৮১
শরৎ	বাসুদেব বিশ্বাস	বাইপুর	১৯৮১
তর্পণ	শুভা হালদার	মজিলপুর	১৯৮১
অরিন্দম	দেবাশীষ ঘোষ	বজবজ	১৯৮১
ছড়ার ঝাঁপি	উমাকান্ত পাই	ডায়মন্ড্হারবার	১৯৮১
দেবযান (ত্রৈমাসিক)	সন্তোষ কুমার দত্ত	বারিপুর	১৯৮১
গাঙ্গেয়	প্রফুল্ল রায়	বাইপুর	১৯৮১
ছড়া দিলাম ছড়িয়ে	হাননান আহসান	বাইপুর	১৯৮১
পাঞ্চজন্য	ছত্রধর দাস	বাইপুর	১৯৮১
আবহমান	অভিজিৎ ভৌমিক	নরেন্দ্রপুর	১৯৮১
কুলিনা	কমলেশ সেন	আলিপুর	১৯৮১
বৈশাখী মেঘ	সৈয়দ বেজাওল কবিম	সিমলামাথুর	১৯৮১
কৃষ্টি	সচ্চিদানন্দ চৌধুরী	দঃ জগদ্দল	১৯৮১
লোকবিজ্ঞান(ত্রৈমাসিক)	প্রভাস প্রামাণিক	কাশীনগর	১৯৮২
লোকসংবাদ(সাপ্তাহিক)	পরিমল চক্রবর্তী	মগরাহাট	১৯৮২
প্রচয়	শ্রীধর মুখোপাধ্যায়	সাউথ গড়িয়া	১৯৮২
সম্বিৎসাআলফা	জয়বীর চক্রবর্তী	নরেন্দ্রপুরমজিলপুর	১৯৮২১৯৮২
গঙ্গাহৃদি	রামচন্দ্র ধাড়া	কাকদ্বীপ	১৯৮২
জনতীর্থ	অজিত বসু	ডায়মন্ড্হারবার	১৯৮২
বনানী	অধীরকৃষ্ণ মন্ডল	পশ্চিম রাধানগর	১৯৮২

গঙ্গারিডি (মাসিক)	নরোত্তম হালদার	কাকদ্বীপ	১৯৮২
মঞ্জরী	গৌতম রায়	বাইপুর	১৯৮৩
অন্বেষক	সুদীপ ভট্টাচার্য্য	রাজপুর	১৯৮৩
বলতে দাও	?	দক্ষিণ বাওয়ালী	১৯৮৩
কলম্ব	আহম্মদ হালদার	জয়নগর মজিলপুর	১৯৮৩
তটতরঙ্গ	সুকুমার মিস্ত্রী	মণিকতট	১৯৮৩
সূয্যিনামা	রামচন্দ্র ধাড়া	কাকদ্বীপ	১৯৮৩
দঃ বারাসাত সাহিত্যপত্র	ধূর্জটি নস্কর	দক্ষিণ বারাসাত	১৯৮৪
মিলনী	দেবব্রত ভট্টাচার্য্য	হরিনাভি	১৯৮৪
অহল্যা	প্রমোদ পুরকাইত	কাকদ্বীপ	১৯৮৪
সুন্দরবন জাগরণ (ত্রৈমাসিক)	প্রণব সরকার	ন্যাজাট	১৯৮৪
বৈশাখী	কৃষ্ণচন্দ্র হালদার	কাশীনগর	১৯৮৪
চতুর্দোলা	বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়	নরেন্দ্রপুর	১৯৮৪
মাটির দুর্গ	শতদল মিত্র	গার্ডেনরীচ	১৯৮৪
গঙ্গা-ভাগীরথী	পরেশ চন্দ্র সরকার	আমতলা	১৯৮৫
অনার্য-সাহিত্য	শ্রীধর মুখোপাধ্যায়	দক্ষিণ গড়িয়া	১৯৮৫
বুদ্‌বুদ	জাইদুল হক	মগরাহাট	১৯৮৫
সুন্দরবন সমাচার	অহীন্দ্রনাথ রায়	নিমপাঠি	১৯৮৫
শতাব্দীর মুখ	দেবদুলাল পাঁজা	কাকদ্বীপ	১৯৮৫
শব্দ মিনারদক্ষিণ বঙ্গ বার্তা (মাসিক)	সৌমেন বসুশ্রীমন্ত কুমার মন্ডল	কাকদ্বীপবিজয়গঞ্জ, লক্ষ্মীকান্তপুর	১৯৮৫১৯৮৫
ছাড়পত্র	পূর্ণেন্দু ভরদ্বাজ	কাকদ্বীপ	১৯৮৫
একলব্য	বসন্ত কুমার মন্ডল	কৃষ্ণপুর	১৯৮৫
অর্পণ	শক্তিপদ প্রামাণিক	আমতলা	১৯৮৫
ত্রন্দসী	ঋিজিৎ মিত্র	বাসন্তী	১৯৮৫
নষ্টচাঁদ	সৌমিত বসু	কাকদ্বীপ	১৯৮৫
অর্চনা	জয়দেব নস্কর	কাঁটাখালি	১৯৮৬
পতাকা	কণাময় ঘোষ	নীরপুর	১৯৮৫
সুন্দরবন আলেখ্য	অহীন্দ্রনাথ রায়	নিমপাঠি	১৯৮৬
নীল ও সবুজ	মৃণাল কান্তি চৌধুরী	মজিলপুর	?
পল্লীবার্তা	শিবেন দত্ত	মজিলপুর	১৯৮৬
নিম্নবঙ্গ (মাসিক)	প্রভা ভট্টাচার্য্য	মজিলপুর	১৯৮৬
কবিতা আভাস	উত্থানপদ বিজলী	মগরা হাট	১৯৮৬
বিপ্রতীপ	অংশুদেব মন্ডল	দক্ষিণ গড়িয়া	১৯৮৬
ওগো সত্য সুন্দর মঙ্গলম	ব্যোমকেশ মাইতি	সাগর	১৯৮৬
উদীরণ	ছত্রধর দাস	দক্ষিণ গোবিন্দ পুর	১৯৮৬
মিছিল	দেবপ্রসাদ মহাপাত্র	কাকদ্বীপ	১৯৮৬
লালচিঠি	সন্তোষ বর্মণ	সাতজেলীয়া (গোসাবা)	১৯৮৬
মানসী	শ্রীমন্ত কুমার সামন্ত	কাকদ্বীপ	১৯৮৬
গ্রামনগর	রফিক উল ইসলাম	ডায়মন্ডহারবার	১৯৮৬
সমসময়ইস্পাত	ডাঃ সুধাংশু রঞ্জন দেপিয়াক চট্টোপাধ্যায়	হরিনাভি	১৯৮৬
বারোক	ওথেলো হক	কাকদ্বীপ	১৯৮৭
রেনেসাঁস (মাসিক)	আজিজুল হক	নেওড়া	১৯৮৭
মৌসুম	তপন মন্ডল	সোনারপুর	১৯৮৭
আজকের সংক ট (পাক্ষিক)	সুকুমার মিত্র	অজ্ঞাত	১৯৮৭
সপ্তর্ষি	আশিষ ভট্টাচার্য্য	গণেশ নগর, কাকদ্বীপ	১৯৮৭
তাৎপর্য্য	বাদল কান্তি চক্রবর্তী	রাজপুর	১৯৮৭

নতুনমুখ	আশিষ কুমার ভুঁইয়া	সাগর	১৯৮৭
সবুজ	উজ্জ্বল দত্ত	মজিলপুর	১৯৮৭
সুন্দরবন দর্পণ	মুরারি মন্ডল	গোসাবা	১৯৮৭
হলুদ পাখি	সায়রাবানু	কাকদ্বীপ	১৯৮৭
কবিতার আসর	শেখ মুস্তাক আমেদ	চিংড়ীপোতা	১৯৮৭
পূর্বাসা	অপূর্ব কৃ ষ্ণ দাস	কাকদ্বীপ	১৯৮৮
দিগন্ত	কুবীদ বেরা	বজবজ	১৯৮৮
নোনামাটি	দেবাশিষ বাগচি	নরেন্দ্রপুর	১৯৮৮
সংস্কৃতি	তড়িৎ কুমার মাইতি	কাকদ্বীপ	১৯৮৮
অয়ন	গোবিন্দ প্রসাদ হালদার	গোসাবা	১৯৮৮
নব-নিম্নবঙ্গ (মাসিক)	প্রভাত ভট্টাচার্য্য	মজিলপুর	১৯৮৮
বনানী	অধীরকৃষ্ণ মন্ডল	পশ্চিম রাধানগর (গোসাবা)	১৯৮৮
অভিশ্রুতি	গোষ্টবিহারী খাঁড়া	বাওয়ালী	১৯৮৮
সাগর বেলা	ভাগ্যধর বারিক	সাগর	১৯৮৮
বিবর্তন	সুদীপ ভট্টাচার্য্য	জয়নগর মজিলপর	১৯৮৮
বিবাসন	পঞ্চানন বালীয়াল	কামবাবাদ	১৯৮৯
বিবেক বার্তা	দীনবন্ধু নস্কর	কাশীনগর	১৯৮৯
দক্ষিণায়ণ	অমরেন্দ্র চ্যাটার্জী	সোনারপুর	১৯৮৯
আলো আভাষ	হরেন্দ্রনাথ জ্যোতিষ শাস্ত্রী	বোড়াল	১৯৮৯
ব্যতিত্রম	পলাশ হালদার	সোনারপুর	১৯৮৯
নয়াপথ	তপন কান্তি মন্ডল	ডায়মন্ডহারবার	১৯৮৯
পদধবনি	মৃন্ময় নস্কর	কুলপী	১৯৮৯
নীলদিগন্ত	ফণীভূষণ হালদার	কোম্পানীর ঠেক	১৯৮৯
সৃজনী	পঞ্চানন চত্রবর্তী	রাজপুর	১৯৮৯
দক্ষিণায়ন	অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সোনারপুর	১৯৮৯
পাথর প্রতিমা সমাচার	রমনীকান্ত দাস	পাথরপ্রতিমা	১৯৯০
কবিতা এবং কবিতা	দেবদুলালল পাঁজা	কাকদ্বীপ	১৯৯০
সুদক্ষিণা	দেবব্রত ভট্টাচার্য্য	সোনারপুর	১৯৯০
কাগজের খবর এবং	সুনীত রতন কর	মহেশতলা	১৯৯০
সবিতা	ডাঃ পি, সি, দে	কাকদ্বীপ	১৯৯০
জয়	সজল বন্দ্যোপাধ্যায়	বহ	১৯৯১
সোমপ্রকাশ (ত্রৈমাসিক)	মাখনলাল ঘোষ	ক্যানিং	১৯৯১
মজিলপুর বলাকা (পাক্ষিক)	প্রবীর চত্রবর্তী	মজিলপুর	১৯৯১
ঝিবার্তা (সাপ্তাহিক)	সুদর্শন রঞ্জিত	কাকদ্বীপ	১৯৯১
রত্তার্ক	আশিষ সরকার	বযুওপুর	১৯৯১
লোক পরিচয় (ত্রৈমাসিক)	গোপাল অধিকারী	বাখড়াহাট	১৯৯২
বিষাণ	চাণক্য আচার্য্য	জয়নগর মজিলপর	১৯৯২
দক্ষিণ প্রান্তিক	প্রদীপ নাথ	রাজপুর	১৯৯২
পঞ্জীদূত	বিলাস মন্ডল	কাশীনগর	১৯৯২
চিত্রপট	মহবুব আলি	ফুটিগোদা	১৯৯৩
চিল্ডেনস রসগোল্লা	সজল ব্যানার্জী	বহড়ু	?
অন্যগতি (পাক্ষিক)	দীপক ঘোষ	বজবজ, গরেঙ্গাবাদ	১৯৯৩
সুন্দরবন সংবাদ	শ্যামল রায় চৌধুরী	ডায়মন্ডহারবার	১৯৯৩
ইস্পাতের ফুল	দিব্যেন্দু মুখার্জ্জী	দক্ষিণ বারাসাত	১৯৯৪
অনুপ এখন	প্রণব কুমার পাল	জয়নগর মজিলপর	১৯৯৫
গ্রামোন্নয়ন	অমৃত লাল বাড়ুই	আশুরালী,সাধুহাট	১৯৯৫
নববিসারী	শচীন্দ্র নাথ ঘড়ামি	রঘুনাথ পুর	১৯৯৫

সাগরসঙ্গমে (মাসিক)	জয়দেব দাস	সাগরদ্বীপ	১৯৯৬
অরণ্য দূত (সাপ্তাহিক)	হিমাদ্রি শেখর মন্ডল	সোনার পুর	১৯৯৬
অরণ্যদূত (মাসিক)	হিমাদ্রী শেখর মণ্ডল	সোনারপুর	১৯৯৬
ঠিকানা	অমল বেড়া	বাখরাহাট	১৯৯৭
বজবজ দর্পণ (সাপ্তাহিক)	কল্লোল ঘোষ	সারাঙ্গাবাদ	১৯৯৭
মোহিত (মাসিক)	রঞ্জিত মুখার্জী	গরচা	১৯৯৮
আলপথ (মাসিক)	হীন্নান আহামদ	বাইপুর	১৯৯৮
আস্থা (পাক্ষিক)	সৌভিক সামন্ত	গড়িয়া	১৯৯৯
আলপথ	হান্নান আহমেদ	বাইপুরডায়মন্ডহারবার	১৯৯৮১৯৯৯
রাস্বা প্রতিবাদ			
ঠিকানা সুন্দরবন	সুকুমার দেবনাথ	ক্যানিংটাউন	১৯৯৯
প্রতিশ্রুতি	অনিল কুন্ডু	দক্ষিণ জগদ্দল	১৯৯৯
ডায়মন্ড টাইমস্ (পাক্ষিক)	সাকিল আহমেদ	ডায়মন্ডহারবার	১৯৯৯
ব-দ্বীপ বার্তা (পাক্ষিক)	সাজাহান সিরাজ	ঘুটিয়ারী শরীফ	১৯৯৯
একবিংশতির আলো (মাসিক)	মহম্মদ আব্দুল মান্নান	বাইপুর	১৯৯৯
প্রত্যক্ষদর্শী	অনিল কুন্ডু	দক্ষিণ জগদ্দল	১৯৯৯
উত্তরপক্ষ	রাজকুমার গাঙ্গুলী	মহেশতলা	?
ক্যাকটাস	আনোয়ার হোসেন	কাকদ্বীপ	?
অনিমা	প্রবীর পান্ডা	কাকদ্বীপ	?
কুসুমিকা	প্রবাল কান্তি হাজরা	মনসাদ্বীপ, সাগর	?
কান্ডারী	জয়নাল আবেদিন	সাগরদ্বীপ	?
চরৈবেতি	তপনকুমার গিরি	কাকদ্বীপ	?
কাকদ্বীপ বাক	সুবিমল ভুঁইয়া	কাকদ্বীপ	?
নবপ্রভাত	নিরাশা নস্কর	মগরাহাট	?
বীক্ষণ	রমাপ্রসাদ হালদার	শিরাকল	?
টাকডুমাডুম	পরিতোষ মাইতি	কাকদ্বীপ	?
মিশ্র রাগিনী	রণজিৎ শ্বাস	কুলপী	?
তীরন্দাজ	কানাই পরমান্য	গোসাবা	?
সময় কাটানো	সমীর পুততুন্ড	চম্পাহাটি	?
গণজীবন	লোকমান মোল্লা	বাসন্তী	?
লালচিঠি	সন্তোষ বর্মন	গোসাবা	?
অরণ্যতট (ষান্মাষিক)	তারাশঙ্কর মন্ডল	কচুখালি	?
জনঅরণ্য	ভবশেখর মন্ডল	ছোট মোল্লাখালি	?
হালচাল (পাক্ষিক)	এম, আকরাম	ক্যানিং	?
কর্ত্তব্য	বিপুল মন্ডল	ক্যানিং	?
অরণ্যভূমি	?	সন্দেশ খালিগোসাবা	?
নিসর্গ	পীযুষকান্তি গায়েন	সন্দেশ খালিগোসাবা	?
এভারজিনা	যুথিকা ভুঁইয়া	ক্যানিং	?
বনমহুয়া	সাজাহান সিরাজ	ঘুটিয়ারি শরিফ	?
ভাবনা (ত্রৈমাসিক)	স্বস্তিকা সংঘ পরিচালিত	ক্যানিং টাউন	?
সুন্দরবন অর্ঘ্য	বিধান চন্দ্রহালদার	মঠ বাড়ি	?
প্রজ্ঞা	মৃণালকান্তি মৃধা	সন্দেশ খালি	?
দিকদর্শী	রবীন্দ্রনাথ বড়ুয়া	সন্দেশ খালি	?
ফাল্গুনী	মনোরঞ্জন দাস	হিঙ্গল গঞ্জ	?
অনুভব	তপন দে	সন্দেশ খালি	?
দিশারী	মধু বর্মন	হিঙ্গল গঞ্জ	?

বৈশাখী	সুব্রত গোল	মিনাখাঁ	?
বিদ্যাধরী	হাবিবুল ইসলাম	মিনাখাঁ	?
তপোবন (পাক্ষিক)	সুধীর দে	হাসনাবাদ	?
গাঙ	সোহরাম হোসেন	হাড়োয়া	?
পল্লীপ্রীতি	শ্যামল মন্ডল	হাড়োয়া	?
মোহনা	শচীন রায়	আড়াবালিয়া	?
মেঘদূত	রত্তিম ইসলাম	হাড়োয়া	?
হীরকবার্তা	অমল মাইতি	ডায়মন্টহারবার	?
কালপ্রতিমা	বাসুদেব বসু	ডায়মন্টহারবার	?
আহরণী	নিতাই চাঁদ সরকার	মথুরাপুর	?
নক্ষত্রের রাত	সম্মসুলহক, প্রীতিকর	উঃ লক্ষ্মীকান্ত পুর	?
বজবজ	বাসুদেব বসু	বজবজ	?
শ্রী	আশীষ দাসগুপ্ত	বোড়াল	?
অদিতি বার্তা	যুধিষ্ঠির ভান্ডার	ডায়মন্ডহারবার	?
দক্ষিণায়ন	নরোত্তম হালদার	কাকদ্বীপ	?
কিশোর কল্লোল	কল্পনা ভট্টাচার্য্য	গোড়খাড়া সোনারপুর	?
নৌবত	তাজিমুর রহমান	কামাবপোল ডায়ামন্ড	?
বন্দর	অচ্যুতানন্দ হালদার	ডায়ামন্ডহারবার	?
ওভারব্রীজ	হায়দার আলি	ডায়ামন্ডহারবার	?
বর্ণালী	প্রবীর ঘোষ	নরেন্দ্রপুর	?
অন্যগতি	দীপক ঘোষ	বজবজ	?
জীবন সূর্য	সেকেন্দার আলি সেখ	ভাতহেঁড়িয়া, ফলতা	?
চেতনা	মনোজ দেব সরকার	মহিরামপুর ফলতা	?
সঙঘম	সজল রায় চৌধুরী	বাইপুর	?
মৈত্রী	নিখিলেশ ঘোষ	বাইপুর	?
পিয়ালী	দেবপ্রসাদ ঘোষ	রামনগর	?
জনকল্যাণ	প্রণব দত্ত	ফুটিগোঁজা	?
দেশের খবর	শুদ্ধসত্ত্ব বসু	বজবজ	?
গঙ্গোত্রী	শান্তনু দাস	গোপাল নগর	?
দেয়া	অশোক মিত্র	বাঁশদ্রোনি	?
বহি	রথীন চত্রবর্তী	জয়নগর মজিলপুর	?
স্বরাজ	দেবপ্রসাদ ঘোষ	বাইপুর	?
দুর্বাসা	রবীন্দ্র ভট্টাচার্য্য	মহেশতলা	?
উল্কা	সুব্রত মন্ডল	গাণিপুর বাটা নগর	?
কিশোরমন	উৎপল ধাড়া	বজবজ	?
এখন খোলা হাওয়া	ঝিনাথ রাজী	চড়িয়াল বজবজ	?
মেঘ রদ্দুর	তাপস অধিকারী	বজবজ	?
আবাদের দিন	প্রদীপ মুখার্জী	চম্পাহাটি	?
বর্ণমালা (ত্রৈমাসিক)	বিনোদ বেরা	বাসন্তি	?
সংগ্রামী সুন্দরবন (বাৎসরিক)	সোমনাথ চত্রবর্তী	বাসন্তি	?
প্রাসঙ্গিক চিন্তা	প্যারিচাঁদ পাল	আতা বাগান	?
কবিকলা	নিরঞ্জন মন্ডল	চাঁদমাড়ি	?
আবাদের দিন	পূর্ণেন্দু ঘোষ	চম্পাহাটি	?
কুসুমের ফেরা	এম,সাকিল আহমেদ	বাসুলডাঁঙ্গা	?
মুনিয়া	সুখেন্দু মজুমদার	সোনারপুর	?
প্রতিধবনি	অশোক দাস	বাওয়ালী	?
হিতৈষী	বলাই চন্দ্র হালদার	ডায়মন্ডহারবার	?

বন্দেমাতরম্	ভূতনাথ মণি	সোনারপুর	?
চর্যাপদ	রমেশ অধিকারী	বাটা নগর	?
নবদিগন্ত	প্রদীপকুমার সামন্ত	চাউল খোলা, নোদাখালি	?
জটায়ু	কুণাল মালিক	সাতগাছিয়া	?
নৈঋত	বিবেকানন্দ নস্কর	সন্তোষপুর, ফলতা	?
কুহক	কাশীনাথ কাঞ্জী	পানার হাট, ডায়মন্ডহারবার	?
পাড়াগাঁয়ের পড়চা	মিহির ঘরামী	সূর্য্যনগর, কাকদ্বীপ	?
বুদবুদ	জাইদুল হক	মগরা হাট	?
লালপলাশ	মনোরঞ্জন পুরকাইত	বাইপুর	?
কন্যাকুমারিকা	সুব্রত শোভন দাস	বাইপুর	?
দিবারাত্রিরকাব্য	আলিফ যুয়াদ	চম্পাহাটি	?
ব-দ্বীপ বার্তা (পাক্ষিক)	সাজাহান সিরাজ	ঘুটিয়ারী	২০০০
সুন্দরবন ভয়েস (মাসিক)	পল্লব চৌধুরী	জয়নগর	২০০০
সাগর সঙ্গম (পাক্ষিক)	জয়দেব দাস	গঙ্গাসাগর	২০০০
গ্রামের মায়া (মাসিক)	নীলয় সামন্ত	কচুবেড়িয়া	২০০১
জোকাসমাচার (?)	সুখরঞ্জন ঘোষাল	জোকা, ডায়মন্ডপার্ক	২০০১
নব আশা নব দিশা (সাপ্তাহিক)	সন্দীপ নাথ	মেটিয়া ব্রুজ	২০০১
দুর্বার কলম (পাক্ষিক)	সমর নস্কর	গোপালপুর সরকারপুর	২০০১
বঙ্গদর্পণ (পাক্ষিক সাপ্তাহিক)	হিমাদ্রী শেখর মণ্ডল	সোনারপুর	২০০১
কালের খবর(পাক্ষিক)	জহরলাল গাঙ্গুলী	পশ্চিম পুঁটিয়ারী	২০০১
গাঙ্গেয়সুন্দরবন বার্তা (মাসিক)	উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়	বহড়ু	২০০২
অনুভব (পাক্ষিক)	সত্যব্রত পাল	সোনারপুর	২০০২
বাংলার লোকসংস্কৃতি ও ইতিহাস পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)	ধূর্জটি নস্কর	দক্ষিণ বারাসাত	২০০২
সাপ্তাহিক চেতনা ও সংবাদ (সাপ্তাহিক)	শীতল দে	তিলজলা	২০০২
কালবেলার দক্ষিণরায় (সাপ্তাহিক)	কুমকুম চ্যাটার্জী	বেহালা	২০০২
বর্তমান দিনকাল (পাক্ষিক)	পরিমল কর্মকার	বেহালা	২০০২
আমাদের বজবজ (পাক্ষিক)	দেবাশিষ ঘোষ	বজবজ	২০০৩
সংবাদ মাধ্যম (পাক্ষিক)	মিহির মুখোপাধ্যায়	যদুপার্ক বেহালা	২০০৩
খবরের ভিতরের খবর (মাসিক)	প্রদীপ কুমার মণ্ডল	বামনঘাটা, হাদিয়া	২০০৩
শিস সমাচার (?)	এম. এ. ওহাব	ভাঙ্গুর	২০০২
মহাব্রতা (পাক্ষিক)	বীজেন্দ্র বৈদ্য	কাশীনগর	২০০৩

নবসংযোজন

পত্রিকার নাম	সম্পাদক	প্রকাশের স্থান	প্রকাশকাল
বহিদূত (পাক্ষিক)	রবীন্দনাথ মন্ডল	হালতু (কসবা)	১৯৭১
মহেশতলা সংবাদ (মাসিক)	রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	মহেশতলা	১৯৭৪
মহাকাব্য	অশোক রায়চৌধুরী	আতা বাগান (গড়িয়া)	১৯৭৫
ভাঙ্গড় বার্তা (মাসিক)	সুশীল নস্কর, নজরুল ইসলাম	ভাঙ্গড়	১৯৭৬
ভাঙ্গর বার্তা (পাক্ষিক)	কালিপদ মন্ডল	ভাঙ্গড়	১৯৭৬
প্রসূন (পাক্ষিক)	সুনীল কৃষ্ণ দেবনাথ	ক্যানিং	১৯৭৬
প্রসূনদীপ (পাক্ষিক)	নারায়ণ চন্দ্র হালদার	ক্যানিং	১৯৭৬
জনতীর্থ (পাক্ষিক)	অজিত বসু	ডায়মন্ডহারবার	১৯৭৭
ৎট বেঙ্গল	মলয় ঘোষ, বিজয় চ্যাটার্জী	সরশুনা	১৯৭৮
গামেগঞ্জে (মাসিক)	রবীন্দ্রনাথ মাঝি	সারেঙ্গাবাদ	১৯৮১
জেলা বার্তা (পাক্ষিক)	বিজয় চ্যাটার্জী	সরশুনা	১৯৮২
দিনরাত্রি (সাপ্তাহিক)	নির্মল মাইতি	নামখানা	১৯৮২

লোকসংবাদ (সাপ্তাহিক)	পরিমল চক্রবর্তী	মগরাহাট	১৯৮২
দিগ-দিগন্ত (সাপ্তাহিক)	এম. এ. মান্নান	বারুইপুর	১৯৮২
হালচাল (পাক্ষিক)	এম. আকরম	ক্যানিং	১৯৮২
সুন্দর বনের মতামত (মাসিক)	শুকুর আলি	ভাঙ্গড়	১৯৮৩
মতামত (মাসিক)	শুকুর আলি	ভাঙ্গড়	১৯৮৪
গাঁয়ের খবর (পাক্ষিক)	হাসনু হেনা বেগম	ভাঙ্গড়	১৯৮৪
দিগন্ত (পাক্ষিক)	দীপল ঘোষ	চন্ত্রীতলা (বজবজ)	১৯৮৫
মেদনমল্ল সংবাদ (মাসিক)	প্রদীপ মুখার্জী, দেবব্রত চ্যাটার্জী	দক্ষিণ গড়িয়া (বারুইপুর)	১৯৮৫
মুক্তিকামী (মাসিক)	চিত্তরঞ্জন দাস	ট্যাংরাখালি (ক্যানিং)	১৯৮৮
আমাদের বজবজ (পাক্ষিক)	দেবাশীষ ঘোষ	বজবজ	১৯৯১
দলিত সংবাদ (পাক্ষিক)	রবীন্দ্রনাথ প্রমাণিক	সারাঙ্গাবাদ (বজবজ)	১৯৯১
দেশবার্তা (মাসিক)	প্রদীপ নাথ	রাজপুর	১৯৯১
ফেরন্ড অফ অল (মাসিক)	নিত্যানন্দ ব্যানার্জ্জী	ঠাকুরপুকুর	১৯৯১
সুন্দরবন সংবাদ (মাসিক)	শ্যামল রায় চৌধুরী	বারুইপুর	১৯৯২
এ মাসের খবর (মাসিক)	সুকুমার সিং	ওড়ামায়াতলা	১৯৯৩
সংস্কৃতি সন্ধানে	বাদল মাঝি	বজবজ	১৯৯৩
সমকালীন একতা (মাসিক)	দেবাশীষ চৌধুরী	ডায়মন্ডহারবার	১৯৯৪
নব দিশারী	শচীন্দ্রনাথ ঘরামী	বিষ্ণেরপুর	১৯৯৪
বিষাণ (মাসিক)	অসিত ভট্টাচার্য	রাজপুর	১৯৯৫
তরঙ্গ (সাপ্তাহিক)	এয়ার নবী	ডায়মন্ডহারবার	১৯৯৫
নাগরিক পৌরবার্তা (মাসিক)	তপন ভট্টাচার্য	রাজপুর	১৯৯৬
কলম (পাক্ষিক)	লালমিয়া মোল্লা	ভাঙ্গড়	১৯৯৭
ভাঙ্গড় সংবাদ (পাক্ষিক)	প্রশান্ত সেন	ভাঙ্গড়	১৯৯৭
সাপ্তাহিক বজবজ দর্শন (সাপ্তাহিক)	কল্লোল ঘোষ	বজবজ	১৯৯৭
সংবাদ সমকাল (দৈনিক সান্ধ্য)	মতিয়ার রহমান	ডায়মন্ডহারবার	১৯৯৭
সুন্দরবন (মাসিক)	ডঃ দুলাল চৌধুরী	ডায়মন্ডহারবার	১৯৯৭
আলপথ (মাসিক)	হান্নান অহসান	বারুইপুর	১৯৯৭
সংবাদপুর পঞ্চায়েত (মাসিক)	সুব্রত রায়	বারুইপুর	১৯৯৭
জনজীবন (মাসিক)	সিকত হালদার	বারুইপুর	১৯৯৮
রাস্তা প্রতিবাদ (সাপ্তাহিক)	দিপালী ভট্টাচার্য	ডায়মন্ডহারবার	১৯৯৮
নববিষাণ (মাসিক)	যুক্তিবিকাশ কর	রাজপুর	১৯৯৮
শব্দাঞ্জলী	অরুণোদয় সরকার	বারুইপুর	১৯৯৯
বঙ্গোপদেশ (সাপ্তাহিক)	তিমির বরণ দাস	লক্ষ্মীকান্ত পুর	১৯৯৯
দক্ষিণবঙ্গ বার্তা (পাক্ষিক)	ঝিজিৎ দেবনাথ, কিন্নর রায়	বোড়াল	১৯৯৯
জন্মভূমি সমাচার	প্রবীরকুমার মিত্র	বারুইপুর	১৯৯৯

পরিশেষে বলি, দুই ২৪ পরগনাতেই প্রতি নিয়ত অসংখ্য পত্র- পত্রিকা যেমন জন্মাচ্ছে, মারও খাচ্ছে রীতিমত। শুধু অর্থনৈতিক কারণেই যে মার খাচ্ছে তা কিন্তু নয়। অবশ্য অর্থনৈতিক কারণই মুখ্য, তাহলেও দলাদলি রেষারেষি, ভুল বোঝাবুঝি, প্রভৃতি কারণগুলো ছোট পত্রিকাগুলো মার খাওয়ার আর এক অন্যতম কারণ। ক্ষুদ্র পত্র- পত্রিকা কেনার লোক আর কজনই আছে? তবুও ক্লান্তি নেই লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশে। আঞ্চলিক ইতিহাস তৈরির ক্ষেত্রে কিন্তু এই সব পত্র-পত্রিকার অবদানই শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত। তাই এই সব সাময়িক পত্র-পত্রিকার সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। কেননা, ইতিহাসই প্রমাই করে। সাহিত্যের স্রোত এইসব পত্র-পত্রিকার হাত ধরেই এগিয়ে গিয়েছে।

অনেক পত্র-পত্রিকা রয়েছে আমার নজরে সব পত্র-পত্রিকা অবশ্য আসেনি। আমি আলোচ্য নিবন্ধে উত্তর চবিবশ পরগনার পত্র-পত্রিকার তালিকা দিতে পারলাম না। কেননা, এই অল্প পরিসরে তা দেওয়া সম্ভব নয়। পত্রিকা প্রকাশের সময় বা সাল ধরে পত্রিকা গুলোর তালিকা সাজিয়ে দিলাম। একটা তথ্যপঞ্জি আকারে। তবে প্রয়োজন শ্রেণী বিন্যাসের মাধ্যমে উপযুক্ত মূল্যায়ন। যতদূর সম্ভব হয়েছে ততদূর চেষ্টা করেছি। ইচ্ছাকৃত কোন ফাঁকিবাজি করার চেষ্টা করিনি। দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর ধরে চলেছে এই কাজ। প্রতি পাঁচ বছর

অন্তর এই ব্যাপারে অগ্রগতির হিসাব কষি। তবে আনন্দের ব্যাপার আগামি দিনে গবেষকদের কতটুকু কাজে আসবে জানিনা। কিন্তু প্রায় একযুগ আগে এই জেলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনে বিশিষ্ট কবি ও সম্পাদক অধ্যাপক উত্তম দাস ঐ স্মারক পত্রে লিখেছিলেন "প্রবীর চক্রবর্তী দক্ষিণ চবিবশ পরগনার সাময়িক পত্র-পত্রিকা বহু পরিশ্রম ও নিষ্ঠার ফসল। ভবিষ্যত কালে সাময়িক পত্র-পত্রিকার ইতিহাস রচনায় এই প্রবন্ধ অনেক পরিশ্রম বাঁচাবে।" এরপেরও অন্য কাজে ছাপা হয়েছে। কেননা, এই কাজ সহজে শেষ হবার নয়। কাজ চালিয়ে যেতে হবে এই ব্যাপারে আমিও দৃঢ় প্রতিজ্ঞো। তবে আশাক আলো দিলেন এই নতুন শতকে সোনারপুর মহাবিদ্যালয়ের মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোকুল চ ন্দ্র দাস মহাশয়। আঞ্চলিক ইতিহাস সৃষ্টির যে নতুন প্রয়াস নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন শ্রদ্ধেয় গোকুল বাবু এবং বিদ্যালয়ে মঞ্জুরির কমিশনের পৃষ্ঠ পোষকতার যেভাবে আলোচনার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এ ধরনের বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিকল্পনাও এর মাধ্যমে আঞ্চলিক স্তর থেকে ইতিহাস রচনা করে, তাকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা এক বাক্যে মহতী প্রচেষ্ঠা। শ্রদ্ধেও অধ্যক্ষ মহাশয়ের অনুরোধ হেতুই আমি আবার এই দীর্ঘ দিনের সংগ্রহটিকে তালিকা আকারে প্রকাশের জন্য দিলাম। তবে, এ কথাও স্বীকার করতেই হয়। তার এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে জেলার প্রত্যেকটি মানুষকে এগিয়ে আসা উচিত। তবে পেষাদার গবেষকরাই যে, সত্যিকারের ইতিহাস সৃষ্টি করার অন্যতম সহায়ক। তারই প্রমাণ মিলবে এই ধরণের আলোচনা সভা থেকে। বলেই আমার দৃঢ় বিস্বাস।

এই তালিকায় বর্তমানে কলকাতার আওতায় যাদবপুর, কসবা, রিজেন্ট পার্ক, গার্ডেন রীচ, বেহালা, ঠাকুরপুরকুর প্রভৃতি থানা এলাকা গুলোর পত্র-পত্রিকা নিয়ে কোন তালিকা ইচ্ছা করেই দিলাম না। দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ সুন্দর বনের থানা টিকে নিয়ে মুখ্যতঃ তালিকা টি তৈরী করেছি। আবাদ, অরণ্যভূমি, ব-দ্বীপ সমন্বিত নিম্নবঙ্গীয় দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাময়িক পত্রপত্রিকার এই অসম্পূর্ণ তালিকা কে সম্পূর্ণ করার মানসে দয়া করে এই নিবন্ধটিকে পরিপূর্ণ করতে নিবন্ধের লেখককে নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিঠি দিয়ে বা যোগাযোগ করে সাহায্য কন। এটুকুই বিনীত প্রার্থনা।

প্রবীর চক্রবর্তী (সাংবাদিক)
গ্রাম ঃ- ৮ , ঠাকুর পাড়া রোড , মজিল পুর
ডাকঘর ঃ- জয়নগরমজিলপুর
থানা জয়নগর (সুন্দর বন) জেলা ২৪ পরগনা , সূচক ৭৪৩৩৩৭
দূরাভাষ ঃ ০৩২১৮-২২০৩৩৯ /৯১১৮-২২০৩৩৯